2.13

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ SEP. 6 1999
পৃঃ ৭ কলাম ২

এশিয়ান পার্লামেন্ট এসোসিয়েশন

এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে গত ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকায় একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এশিয়ার ৩১টি দেশের প্রতিনিধি হিসাবে আগত সংসদ সদস্যদের ৪ দিন স্থায়ী সম্মেলন শেষে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। প্রকাশিত এক খবরে জানা গেছে, ৩১টির মধ্যে ২৫টি দেশ সম্মেলনে উপস্থাপিত সনদে স্বাক্ষর দিয়েছে। নেপাল, বাহরাইন, ভুটান, মালদ্বীপ, উজবেকিস্তান ও সউদী আরব সনদে স্বাক্ষর করেনি। কেন করেনি, তা জানা যায়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫টি সদস্য দেশ নিয়ে গঠিত এই সংগঠনের নামকরণ করা হয়েছে 'এসোসিয়েশন অফ এশিয়ান পার্লামেন্টস ফর পিস'। নাম ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত সংগঠনের প্রস্তাবিত নাম ছিল ঃ 'এসোসিয়েশন অফ পার্লামেন্টারিয়ান্স ফর পিস'। শেষ দিনের সাধারণ অধিবেশনে 'পার্লামেন্টারিয়ান্স' শব্দ বাদ দিয়ে 'পার্লামেন্টস' শব্দ প্রতিস্থাপন করে নাম ঘোষণা করা হয়। নামের পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। নতুন নামের মাধ্যমে পার্লামেন্টারিয়ানরা নয়, পার্লামেন্টই মুখ্য ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া 'পিসের' সঙ্গে 'কো-অপারেশনের' সংযুক্ত যে কথা শোনা গিয়েছিল, সেটিও শেষ পর্যন্ত বাদ পড়ে গেছে। সম্মেলনের আগে এবং সম্মেলন চলাকালে শোনা গিয়েছিল, নতুন সংগঠনের সভাপতি হবেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী। কিন্তু চূড়ান্ত বিবেচনায় তার নাম গৃহীত হয়নি। তার স্থলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সভাপতি হয়েছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি নির্বাচন করার প্রস্তাব দেয় চীন এবং তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। চীনা প্রস্তাবে বলা হয়, শান্তির উদ্দেশে এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা বাংলাদেশ। এ ছাড়া এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ফলে বাংলাদেশকে নবগঠিত সংগঠনের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত করা উচিত। উল্লেখ করা যেতে পারে, ফিলিস্তিনের প্রস্তাবে কম্বোডিয়ার জাতীয় সংসদের সভাপতি প্রিন্স নরোদম রণরিধ সংগঠনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। অন্তর্বর্তীকালীন মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব কাজী মনজুরে মওলা। নির্বাহী পরিষদে এশিয়ার ৬টি অঞ্চল থেকে ১১টি দেশ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। এই দেশগুলো হলো, দক্ষিণ এশিয়া থেকে নেপাল ও পাকিস্তান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়া, মধ্য এশিয়া থেকে রাশিয়া, পশ্চিম এশিয়া থেকে কুয়েত ও ফিলিস্তিন, উত্তর-পূর্ব এশিয়া থেকে চীন ও কোরিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে কিরবাতি ও টোঙ্গা। সম্মেলনে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও ইরাকের ওপর থেকে জাতিসংঘ আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রস্তাবসহ ৩০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। আশা প্রকাশ করা হয়েছে, নতুন সংগঠন এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সমর্থ হবে।

নতুন সংগঠন একটি গতানুগতিক সংগঠনই হবে বলে ওয়াকিহাল মহলের ধারণা। এই ধারণা থেকেই প্রশ্ন উঠেছে, এ ধরনের সংগঠনের আদৌ কোনো গুরুত্ব বা প্রয়োজন আছে কি-না। সংগঠনের সঙ্গে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর সরকারসমূহের সম্পর্কের বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়। অথচ শান্তির উদ্দেশ্যে যা-ই কিছু করা হোক না কেন, সরকারকে বাদ দিয়ে তা কখনোই হবে না। তাছাড়া বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণের বিষয়টি পরিষ্কার নয়। বাংলাদেশ সম্মেলনের আয়োজক ছিল অথচ এই সম্মেলনে বাংলাদেশ পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা যোগ দেয়নি। তাদের অংশগ্রহণ ছাড়াই সবকিছু হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সুপারিশ' ও 'অনুরোধ' করা ছাড়া বস্তুত এই সংগঠনের কিছুই করণীয় নেই। সংগঠনের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় দ্বিপাক্ষিক বিষয়সমূহ আলোচনার কোনো সুযোগ নেই। দ্বিপাক্ষিক বিরোধ জিইয়ে রেখে বা আলোচনার বাইরে রেখে এই সংগঠনের পক্ষে শান্তির জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া শুরুতেই এশীয় দেশগুলোর যে মনোভাব ধরা পড়েছে, তাতে সংগঠনের ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত না হয়ে পারা যায় না। নতুন সংগঠন শান্তির লক্ষ্যে কতটুকু কি করতে পারে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।